প্রবন্ধ

# বেশ্যাবৃত্তির নব্য দালাল

মানসী মল্লিক

বেশ কিছুদিন ধরে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে একটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হচ্ছে। 'যৌনপেশা-বিশ্বায়ন'। গত ১০.০৩.২০০৬-এ প্রকাশিত 'যৌনকর্মীর মক্কেলই অপরাধী—বলছে নতুন বিল' লেখা প্রসঙ্গ দিয়েই যার শুরু। দ্বিতীয়ত, গত ২২.০৩.২০০৬ উত্তর দিলেন অলিন্দ দেব। চিঠিতে 'যৌনপেশার বিশ্বায়নের ইতিকথা'। তাঁর যুক্তি ছিল, পাড়ায় পাড়ায় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলে মদ বিক্রি করলে ছুতমার্গ কমবে। আসবে অনীহা। ঠিক একই যুক্তিতে তিনি বলতে চেয়েছেন, গণতান্ত্রিক দেশের সাধারণ জনবসতিতে গড়ে উঠুক ঘনলালবাতি এলাকা।

**ভাবতে কেমন লাগছে ২০১০?**

গত ১৬.০৪.২০০৬ সীমন্তিনী গুপ্তের চিঠি পড়ে জানলাম —বড়ই আক্ষেপ। এই অসংগঠিত শ্রমের মর্যাদা কেউ দেয়নি। ১৯৫০ সালে ৭ মে নিউইয়র্কে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক কনভেনশনের স্বাক্ষরিত প্রস্তাবের ফল হিসাবে ভারতে ইমমরাল ট্রাফিক (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট কার্যকরী হয়। আইনে যা বলা হয়েছে—

* ধারা ৪, পতিতার আয়ে জীবনযাপনকারীর শাস্তি কমপক্ষে দু বছরের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা।
* ধারা ৫, কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তিতে উৎসাহিত করলে বা উসকে দিলে বা বৃত্তিতে নিয়োগ করলে তিন বছর থেকে যাবজ্জীবন জেল ও জরিমানা।
* ধারা ১৩, পতিতাবৃত্তি বন্ধের জন্য 'স্পেশাল পুলিশ-অফিসার' নিয়োগ করার ব্যবস্থা চালু আছে।
* ধারা ১৫, দেহব্যবসা চলছে এমন কোন স্থানে সন্দেহ হলেই পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে প্রবেশ ও অনুসন্ধান করতে পারেন।
* ধারা ১৮, বেশ্যাবৃত্তি চলছে এমন কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া মাত্র ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে তা বন্ধ করে দিতে পারেন।

সুতরাং সেমন্তিনী দিদি, ধারা ৫ অনুযায়ী পতিতাবৃত্তিকে উৎসাহিত করার জন্য আপনিও অ্যারেস্ট হতে পারেন। একইভাবে অ্যারেস্ট হতে পারেন 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি'তে যারা আছেন অথবা কোন পত্রিকাগোষ্ঠী যারা যৌনব্যবসাটাকে প্রমোট করছে, সরাসরিভাবেই জেলে ঢুকে যাবেন তারাও। এতদিন আইনটা শুধু চাপানো ছিল যৌনকর্মীদের ওপর। এখন অ্যারেস্ট হবেন বাড়িওয়ালা ও কাস্টমার।

এই অসাম্যের দেশে মেয়ে বিক্রী, চুরি, পাচার একটা বিরাট চক্র। এবং একথা অনস্বীকার্য যে এইসব আইনগুলি এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ও অসম্মানজনক ব্যবসাকে বন্ধ বা অন্তত আয়ত্তে আনার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

পাশাপাশি গৌতম চক্রবর্তীর লেখা পড়ে মনে হল এতদিন বেশ্যাবৃত্তি চালাচ্ছিল মাসিরা। এখন আর মাসিতে চলছে না। মেসো জুটেছে। কলকাতা শহরে ২০ হাজার যৌনকর্মী। ১২ হাজার কাজ করেন ব্রথেলে। ৮ হাজার ফ্লাইং প্রস। কাস্টমার পিছু পড়ে ১০০ টাকা। প্রতিদিন গড়ে তিনটি করে কাস্টমার। মোট কাস্টমার প্রতিদিন ৭০০০। সুতরাং দিনে ২১ লক্ষ টাকার লেনদেন। সরকার এই ব্যবসার দিকটি ভেবে দেখলে পারতেন।

সেক্স—সেক্স—আঁকাশ-ছোয়া

চমকে উঠলাম পাচু রায়ের চিঠি পড়েও। ভদ্রলোক কি যে বলতে চান? বেশ্যাবৃত্তি সভ্যতার আদিমতম বৃত্তি? আরে মশাই, সভ্যতার প্রথম বৃত্তি তো জানতাম চাষ-বাস। আর পুরনো পেশা হলেই কি তা হবে অমোঘ, অনিবার্য? চুরি, ডাকাতি, খুন, লুঠতরাজও চলছে সেই আদিম কাল থেকে। তাকেও কোনোদিন বন্ধ করা যাবে না—অনিবার্য! তাই কি নিবারণের চেষ্টাটুকুও করব না? আর সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে 'এর এতটুকু হেলদোল ঘটেনি' কে বলল?

**কমিউনিস্ট রাশিয়া বেশ্যাবৃত্তি তুলল কোন পথে! চিন, ভিয়েতনাম থেকে বেশ্যাবৃত্তি উঠে গিয়েছিল কিভাবে? পৃথিবীর তাবৎ সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের নানা তত্ত্বকে নস্যাৎ করে তারা গণিকা-সমস্যা থেকে দেশকে মুক্ত করেছিল। এর পেছনে কোনও ম্যাজিক ছিল না। ছিল কার্যক্রম।** গণিকাদের মানুষের অধিকার ও মর্যাদা দেওয়ার কার্যক্রম। কি ছিল সরকারের সেই পদ্ধতি।

* নারীদের স্বাধীন করতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা।
* যৌন ও মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা।
* গণিকাব্যবসার সাথে যুক্ত সংগঠিত (চক্রের) শাস্তির ব্যবস্থা।
* পুলিশের নজরদারি।
* খদ্দের ধরা পড়লে পত্রিকায় নাম ও পরিচয় প্রকাশ করে সামাজিক মর্যাদা ধ্বসানো।
* যৌনতা সর্বস্ব সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা।
* গণিকাদের নানা কাজ শিখিয়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর করা।

সুতরাং পাচুমেসো এটা জেনে রাখুন এরকম কার্যক্রম এখানে করলে যৌনকর্মীরা ভাতে মরবে না। আত্মহত্যাও করবে না।

তাছাড়া উন্নয়ন নিয়ে এত মাথাব্যথা যখন, তখন ভাবুন না কৃষির দেশ ভারতে কেন আত্মহত্যা করে কৃষকরা? কোটি কোটি বেকার, বন্ধ হচ্ছে সরকারি কলকারখানা। খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জমি কেড়ে তৈরি হচ্ছে উপনগরী। 'এ যেন বুড়ির ঠোঁটে লিপস্টিক'।

"আমরা চোর-ছ্যাঁচ্চর, পকেটমার, ছিনতাইকারী, তোলাবাজ, গুন্ডা, আমাদেরও ভাতার ব্যবস্তা করুন। দিই পেশাটাকে ছেড়ে। সরকার কর নিক এই অঘোষিত পেশা থেকে। আশা করি এসব ক্ষেত্রে ভালই কর পাবেন সরকার। কি বলেন মেসেরা? পেটের দায়ে টিকিট ব্ল্যাক করি—একটা বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করুন ছেড়ে দেব। জাল ওষুধের কারবার, সি. ডি.-র দোকানে নিষিদ্ধ নীলছবি রাখা—সবই বেআইনী। করতে হচ্ছে পেটের দায়ে। আমাদের ধরার আগে বিকল্প জীবিকার ব্যাপারটাও দেখবেন।" এরকম বলতে পারে বহু বেআইনী পেশার মানুষরাই।

* * *

একটা সময়ে অসহায়, অনাথ, বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়েদের একটামাত্র রাস্তাই খোলা ছিল। মাত্র একশ বছর আগের ১৯০১ এর জনগণনা অনুযায়ী কলকাতা শহরে শৈশবোত্তীর্ণ মেয়েদের প্রতি ১৪ জনের ১ জন ছিল ঘোষিত বেশ্যা ('সাময়িক পত্রে সমাজচিত্র' দে'জ পাবলিশিং)। অসহায়তা, অর্থলোভ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল অশিক্ষা। সে সময় মেয়েদের মধ্যে পেশা বলতে ছিল—ঝি-গিরি, পান বা ফুলওয়ালি—তাছাড়া বাঈজীগিরি বা বেশ্যাবৃত্তি। এখন তো আর তা নয়। নারীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে এবং মেয়েরা সমস্তরকম পেশাতেই অবাধে ও স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছে ও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে।

**এখন বেশ্যাবৃত্তির দালালী করা শিক্ষিত মানুষদের বুদ্ধি ও রুচি** দেখলে সত্যিই ঘৃণা হয়। সন্দেহ হয়—এদের পেছনেও কি কোন চক্র কাজ করছে? কোন টাকাপয়সার ধান্দা? বা অন্য কোন মতলব?